145

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 1 FEB 1994
পৃষ্ঠা 12 কলাম 4

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হালচাল

বরিশাল অফিস ঃ বরিশাল শহর হতে মাত্র ১৬/১৭ মাইল দূরের একটি সরকারী প্রাইমারী স্কুল। নাম দক্ষিণ মাহিলাড়া প্রাইমারী বিদ্যালয়। দুই শিফটে ঐ বিদ্যালয়ে ক্লাস চলে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮৮ জন। শিক্ষক মাত্র ৩ জন। সকাল ১০টা হইতে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চলে দুই ঘন্টার জন্য। এরপর শুরু হয় ৩য়-৫ম শ্রেণীর ক্লাস। কক্ষের সংখ্যা তিনটি। ৪টি মৌজার আংশিক নিয়ে ঐ বিদ্যালয়ের এলাকা।

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা সন্তোষজনক নয়। অথচ বিদ্যালয়টি মহাসড়ক সংলগ্ন। গত ৯ই সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসক আকস্মিকভাবে ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ঐ দিন শিক্ষার্থী হাজিরা ছিল মাত্র ১৬৩ জন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ বিদ্যালয়ে উপস্থিত দেখানো হয়। শিক্ষা বিভাগে ঐ রিপোর্ট পাঠানো হয় নিয়মিত। শিক্ষকদের উপর যাতে চাপ না পড়ে সেজন্য এই ব্যবস্থা। জেলা প্রশাসক ঐদিন হাজিরা খাতা পরিদর্শনকালে এ ঘটনা ধরা পড়ে। দেখা যায় অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের ঘরগুলো খাতায় কোন চিহ্ন দেয়া হয়নি। ক্লাস রেখে একজন শিক্ষক বাইরে চলে গেছেন। ৪র্থ শ্রেণীতে ঐদিন উপস্থিত ছিল ২৮ জন কিন্তু খাতায় দেখানো হয়েছে ৩৫ জন। একই অবস্থা তৃতীয় শ্রেণীতে। উপস্থিতি ২৯ কিন্তু খাতায় ৩৫।

গত ৮ মাসেও থানা শিক্ষা অফিসার এ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেননি। সহকারী শিক্ষা অফিসার জুলাই মাসের পর ঐ বিদ্যালয়ে যাননি। জেলা শিক্ষা অফিসার ৭ই সেপ্টেম্বর ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন বইতে 'গদবাধা' মন্তব্য লেখা রয়েছেঃ 'ছাত্র হাজিরা সন্তোষজনক', অথচ ঐদিনও হাজিরা ছিল হতাশাজনক। তিনি বিদ্যালয়ের কোন কাগজপত্র বা রেজিষ্টার পরীক্ষা করেননি বলে জানা গেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের হোম টাস্কের খাতা ঠিকমত দেখা হয় না। অসংখ্য ভুলে ভরা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী খাতায় প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর রয়েছে।

এ হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হালচাল। শুধু একটি বিদ্যালয় নয় শত শত বিদ্যালয় পরিদর্শন করলে একই অবস্থা দেখা যাবে। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সচেতনতা। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের প্রতি আগ্রহ। নচেৎ সুরম্য অট্টালিকা একদিন শিক্ষার্থীদের অভাবে শূন্য পড়ে থাকবে।